অর্থশাস্ত্রদিশা বিদ্যা কতি প্রকারা: ? তাসাং নামানি উল্লেখনি-যানি আন্বীক্ষিকী ইতি বিষয়মধিকৃত্য সংক্ষেপেণ আলোচনা করণীয়া।

= মহামতি কৌটিল্যের দৃষ্টিতে মানুষের জীবিকা বা স্থিতির নামই অর্থ ? অর্থাৎ মানুষ্যবতীয় পৃথিবীর নাম অর্থ। যে শাস্ত্র সেই ভূমি বা পৃথিবীর লাভ পালনের উপায় নিরূপণ করে, তার নাম অর্থশাস্ত্র। অর্থাৎ

" মনুষ্যাণাং বৃত্তিরর্থ: মনুষ্যবতী ভূমিরিত্যর্থ: ।
তস্যা: পৃথিব্যা: লাভ পালনোপায়ং শাস্ত্রমর্থ শাস্ত্রমিতি"।

কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রের বিনয়াধিকরণম, নামক প্রথম অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিদ্যা সমুদ্দেশ বা বিদ্যাসমূহের পরিগণন অর্থাৎ 'Enumeration' প্রসঙ্গে বিদ্যায় কৌটি-ল্যের মতানুসারে বিদ্যার প্রকারভেদ ও তাদের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় যে- প্রাচীন ভারতীয় রাজতন্ত্রে শাসন পদ্ধতির কেন্দ্র স্বরূপ সর্বপ্রধান ব্যক্তি হলেন রাজা তিনি রাষ্ট্রের কর্ণধার। রাজ্যশাসন এবং প্রজা পালন তার পরমধর্ম। সুতরাং দণ্ডক প্রকাশকের গুণরাশি ও যোগ্যতা অর্জন রাজার পক্ষে অনিবার্য। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্র যে চতুর্বিধ প্রকাশিত হয়েছে। তা হল -

"বিদ্যা-বিনীতো রাজা হি প্রজানাং বিনয়ে রতঃ।
অনন্যাং পৃথিবীং ভুঙক্তে সর্বভূতহিতে রতঃ॥"

সেইজন্য রাজার বিভিন্ন শাস্ত্রে প্রয়োজনীয় বিদ্যার শিক্ষাগ্রহণ অবশ্য কর্তব্য। ফলে বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যা ও তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম মহামতি কৌটিল্য তার পূর্ববর্তী শাস্ত্রীয় আচার্যদের মত উদ্ধৃত এবং যথাযোগ্য যুক্তি সহকারে সেই মতকে খণ্ডন করে স্বকীয় মত তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কৌটিল্যের মতে বিদ্যা চার প্রকার।- (i) আন্বীক্ষিকী (ii) ত্রয়ী (iii) বার্তা ও (iv) দণ্ডনীতি।

"আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বিদ্যাঃ।"

আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি - এই চার প্রকার বিদ্যা দ্বারাই আমাদের ধর্ম ও অর্থ বিষয়ে জ্ঞান হয় বলে, এদের বিদ্যা স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই। কৌটিল্যের এই চার প্রকার বিদ্যার অর্থ হল -

i) আন্বীক্ষিকী :- যুক্তিনিষ্ঠ বিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা বা হেতুবিদ্যা।
ii) ত্রয়ী :- ঋক, সাম, যজু বেদাত্মক বিদ্যা।
iii) বার্তা :- কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য বিষয়ক বিদ্যা।
iv) দণ্ডনীতি :- রাজনীতি বিদ্যা।

☒ আবার আন্বীক্ষিকী সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে কৌ-টিল্য বলেছেন।

"সাংখ্যং যোগো লোকায়তং চেত্যান্বীক্ষিকী" অর্থাৎ সাংখ্য, যোগ এবং লোকায়ত এই তিন্ন শাস্ত্রই আন্বীক্ষিকীর অন্তর্ভুক্ত।
আবার "ধর্মাধর্মৌ ত্রয্যাম্" অর্থাৎ ত্রয়ীতে ধর্মাধর্ম প্রতিপাদিত হয়েছে।

বার্তা :- "কৃষিপশুপাল্যে বাণিজ্যা চ বার্তা" অর্থাৎ কৃষি পশুপালন ও বাণিজ্য এই তিন বিষয়কে বার্তা বলে। যাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্পন্ন হয়। অপর দিকে "আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তানাং যোগক্ষেম সাধনো দণ্ডঃ" অর্থাৎ আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ীবার্তার যোগক্ষেম সাধনকারী বিদ্যা হল দণ্ডনীতি। যার দ্বারা অলব্ধ বস্তুর লাভ হয়। লব্ধ বস্তুকে যে রক্ষা প্রতিপাদন করে হল দণ্ডনীতি। এই কৌটিল্যের অভিমত - অলব্ধ লাভার্থা, লব্ধ পরিরক্ষণী, রক্ষিত বিবর্ধনী, বৃদ্ধস্য তীর্থেই প্রতিপাদনী চ"।

মনুর মতে - ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি মানবঃ। অর্থাৎ, ত্রয়ী, বার্তা, দণ্ডনীতি - এই হল তিনটি বিদ্যা। আন্বীক্ষিকী বিদ্যা ত্রয়ীর অন্তর্গত। কারণ ত্রয়ীর অর্থবিচারকেই তার সার্থকতা নিহিত।

☒ চার প্রকার বিদ্যাকে কেন্দ্রীয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে, অর্থশাস্ত্র কৌটিল্য যেভাবে এই চার প্রকার বিদ্যার বিষয়ে গুরুত্বের

বিষয়ে আলোচনা করেছেন, বিদ্যা বিদ্যাদের সময় ও উন্নতির সময়ে মানুষের বুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং মানুষের জ্ঞান কার্য প্রয়োজন এবং কার্যসম্পাদনে নৈপুণ্য দান করে। এই অর্থশাস্ত্রে ও প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

"বলাবলে চৈতাসাং হেতুভিরন্বীক্ষমানা আন্বীক্ষিকী লোকস্যোপকরোতি, ব্যসনে অভ্যুদয়ে চ বুদ্ধিমবস্থাপয়তি, প্রজ্ঞাবাক্যক্রিয়াবৈশারদ্যং করোতি"।

☒ আন্বীক্ষিকী বিদ্যাকে প্রায় সকল বিদ্যার প্রদীপ স্বরূপ সর্বকর্মসাধনের উপায় এবং সর্বপ্রকার বৈদিক ও লৌকিক ধর্মের আধার স্বরূপ বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ -

"প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম।
আশ্রয় সর্বধর্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষিকী মতা"।

এই ত্রয়ীর গুরুত্ব সম্পর্কে কৌটিল্য আরো বলেছেন যে - ঋক, সাম, যজু এই তিনবেদকে একত্রে ত্রয়ী বলে, এই বেদের সাথে ও অথর্ববেদও যুক্ত হয়।

ব্রাহ্মণের স্বধর্ম হল - অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন ও যাজন।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হল - অধ্যয়ন, যজন, দান ও শস্ত্রজীবিকা।
বৈশ্যের ধর্ম হল - অধ্যয়ন, যজন, দান, কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য।
ও শূদ্রের ধর্ম হল - ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ জাতির সেবা কর্ম,